بسم الله الرحمن الرحيم

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

Press Release

Bangladesh to highlight global action on the need for vulnerable countries at the forthcoming Cancun Climate Conference- Bangladesh Ambassador to USA.

H.E. Mr. Akramul Qader, Bangladesh Ambassador to USA and State Minister said this in his welcome remarks at the panel discussion under the World House Series organized by the Humanity's Council in collaboration with the Embassy of Bangladesh in Washington DC. on 11 November,2010 at the Embassy.

Based on the "Philosophy of Green" envisioned by Martin Luther King ,Jr, the panelists highlighted various perspectives on the topic "Caring for the World House: A Shared Responsibility as Citizens and a Community". H.E. Mr. Akramul Qader, Ambassador of Bangladesh, Mr. Günter Hörmandinger, First Counselor, Environment Delegation of the European Union Ms. Edith Grace Ssempala, Head of the Civil Society Team, World Bank Group & former Ugandan Ambassador to the USA spoke at the discussion panel.

Terming Bangladesh as one of the most vulnerable countries in the world due to climate change impacts, Ambassador Qader highlighted on the on-going measures taken by the present democratic government to address the challenge. He further said that Bangladesh plans to shift to green technologies and green development in conjunction with achieving a technologically advanced **'Digital Bangladesh'** by 2021 as envisioned by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh drew the attention of the global community during the Copenhagen Summit through a successful 'climate diplomacy' under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, Ambassador Qader informed the audience. He said that due to the track record of Bangladesh to effectively fight climate change with limited resources, Bangladesh proposed to establish an International Climate Adaptation Centre in the country, and added that a decision in this regard is likely to be taken in the forthcoming Cancun Conference. While touching on Bangladesh's constructive role on climate issues, both at regional and international levels, Ambassador Qader expected that the US climate bill, which is currently stalled, will be endorsed in near future and felt that its passage will give USA more credibility in the climate negotiations and bring other parties on board to address the global challenge collectively.

While identifying poverty as the greatest challenge for humanity, Ms. Ssempala of the World Bank stressed the need for educating the people in the overall development programs. She said that the technology is available, but many countries are not ready for the transition and policies are not yet in place to make this transition successful. The World Bank official noted that vulnerable countries tend to see themselves as victims but when it comes to negotiation they lag in making their voice heard about their needs. Mr. Hormandinger gave a general overview of the EU perspective in global climate negotiations while looking for a balanced approach in the face of divergent views and interests. The panel also discussed on green job creation, challenges related to the current economic climate and the responsibility of the major emitting countries towards the victims who are essentially developing countries. The panel agreed that discussions at the Embassy will lead to more deliberations, create awareness and eventually policy initiatives. Discussion panel was followed by a lively Q&A session in which panelists replied to the queries from the Audience.

The discussion part was preceded by a reception in which the guests were served with traditional Bangladeshi refreshments. On the sideline of the event, one local Bangladeshi artiste Shabnur Mostafa Mou performed two dances, depicting rich cultural heritage of Bangladesh which enthralled the audience. Though the day was a public holiday in USA(Veterans Day), the event attracted more than 100 foreign participants who included members of the civil society, representative from various NGOs & media, among others. Ms. Joy Ford Austin, Executive Director of the Humanity's Council introduced the Panelists and the event was moderated by Mr. David Rowland, Business Manager, Making Home Affordable, Fannie Mae.

Founded in 1980, the Humanities Council of Washington, DC is a prominent private, non-profit organisation based in Washington DC. It works for creating an environment in which people can participate in an open dialogue on contemporary issues and challenges. The latest event is a part of the Embassy's public diplomacy and outreach program to project Bangladesh to the wider audience in the USA.

Swapan Kumar Saha, Minister (Press), Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771\7830, e-mail-pressministerwash@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Phone –(202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mail :bdootwash@bdembassyusa.org
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C 20008

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নভেম্বর ১২, ২০১০

আসন্ন কানকুন জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের স্বার্থে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে-রাষ্ট্রদূত আকরামুল কাদের

১১ নভেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাসের আতিথেয়তায় দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে 'Humanity's Council' কর্তৃক আয়োজিত 'World House Series' শীর্ষক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনা সভায় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব আকরামুল কাদের এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ''Caring for the World House : A Shared Responsibility as Citizens and a Community''। "Philosophy of Green" মতবাদের প্রবর্তক ও স্বপ্নদ্রষ্টা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এর আদর্শের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষকগণ উক্ত বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আকরামুল কাদের, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের জলবায়ু বিষয়ক ডেলিগেশনের প্রথম কাউন্সেলর জনাব গান্টার হর্মানডিঙ্গার এবং যুক্তরাষ্ট্রে উগান্ডার সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের সিভিল সোসাইটি টিমের প্রধান মিজ্ এডিথ গ্রেস সিমপালা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত জনাব কাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছেন এবং এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বাংলাদেশ "Green Technology" এবং "Green Development" ধারণা গ্রহন করারও পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তিনি অবহিত করেন, কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সফল জলবায়ু কূটনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, সীমাবদ্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জিত অভিজ্ঞতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব প্রদান করেছে। উক্ত অভিযোজন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা ও মডেলিং এর কাজে নিয়োজিত থাকা। তিনি বলেন, আসন্ন কানকুন সম্মেলনে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু বিষয়ে বালাদেশের গঠনমূলক ভূমিকা উল্লেখপূর্বক জনাব কাদের আশা প্রকাশ করেন, বর্তমানে স্থবির অবস্থায় থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে US Climate Bill গৃহীত হবে। তিনি বলেন, উক্ত বিল পাশ হলে যুক্তরাষ্ট্রের উপর সকল পক্ষের বিশ্বাস ও আস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বৈশ্বিক সমস্যার সমষ্টিগত সমাধানের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি মিজ্ সিমপালা দারিদ্রকে মানব সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষার বিস্তারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সবুজ প্রযুক্তির প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশ এখনও প্রযুক্তিগত উত্তরণের জন্য প্রস্তুত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল পরিবর্তন ও উত্তরণের জন্য সহায়ক নীতির অভাব রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কর্মকর্তা আরও বলেন, ঝুঁকিগ্রস্থ দেশসমূহ নিজেদেরকে পরিস্থিতির শিকার হিসেবে দাবী করলেও কূটনৈতিক দরকষাকষির সময় তারা অনেকক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য ও দাবী জোরালোভাবে উত্থাপন করতে ব্যর্থ হন। জনাব হর্মানডিঙ্গার জলবায়ু কূটনীতিতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং এ সমস্যা সমাধানে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত ও স্বার্থের উপস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষজ্ঞগণ 'Green Job creation', সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের প্রতি প্রধান দূষণকারী দেশসমূহের দায়িত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। বিশেষজ্ঞগণ একমত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ দূতাবাসে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা এ বিষয়ে আরও চিন্তাভাবনা ও আলোচনার খোরাক জোগাবে এবং তা নীতিগত উদ্যোগ ও পরিবর্তন গ্রহণের পথকে প্রশস্ত করবে। বিশেষজ্ঞ আলোচনার অব্যবহিত পরে একটি প্রাঞ্জল প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে অতিথিবর্গের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করা হয় এবং স্থানীয় একজন বাংলাদেশী শিল্পী মিজ্ শাবনূর মোস্তফা মৌ নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের নিকট বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটি সরকারী ছুটির দিনে (Vaterans Day) অনুষ্ঠিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুশীল সমাজ, এনজিও এবং মিডিয়া প্রতিনিধিসহ শতাধিক ব্যক্তির সমাগম ঘটে। "Humanity's Council" এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিজ্ জয় ফোড অস্টিন বিশেষজ্ঞদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং "Making Home Affordable" নামক সংস্থার বিজনেস ম্যানেজার জনাব ডেভিড রাউল্যান্ড অনুষ্ঠানের মূল সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন ডিসিতে ১৯৮০ সালে স্থাপিত "Humanity's Council of Washington DC" একটি স্বনামধন্য অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সমসাময়িক বিষয় ও সমস্যা সর্ম্পকে খোলামেলা আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। আরো উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনগনের কাছে বাংলাদেশের একটি সঠিক ভাবমূর্তি তুলে ধরার সামগ্রিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে দূতাবাস উক্ত অনুষ্ঠানটি আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহন করে।

স্বপন কুমার সাহা, মিনিস্টার (প্রেস), বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি ফোন ঃ ২০২-২৪৪-৫০৭১, ফাক্স ঃ ২০২-২৪৪-২৭৭১/৭৮৩০ ই-মেইল ঃ pressministerwash@yahoo.com